প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা	
জেলার নাম:	**দিনাজপুর**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা:	**১৭টি (আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**রামসাগর মন্দির** (রামসাগরের উত্তর পাশে)		**দিনাজপুর সদর** জোনাইল	২৫°৩৩'৩৬.৭" উ. ৮৮°৩৭'২৬.৮" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪৩৭)	বর্গাকারে ভূমি নকশায় নির্মিত এ মন্দিরের প্রতিটি বাহুর পরিমাপ ১৮ মিটার ও দেয়ালের প্রশস্ততা ১.১০ মিটার। মন্দিরটিতে চারটি বারান্দা ও বারান্দায় প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। বর্তমানে মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ এখনও টিকে রয়েছে। মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটি দ্বারা অলংকৃত। মন্দিরেরর স্থাপত্যশৈলী দেখে ধারণা করা যায়, এটি ১৭ থেকে ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত।
২.	**গোপালগঞ্জ মন্দির (শ্রী গোপাল মন্দির)** (গোপালগঞ্জ শিবমন্দির)	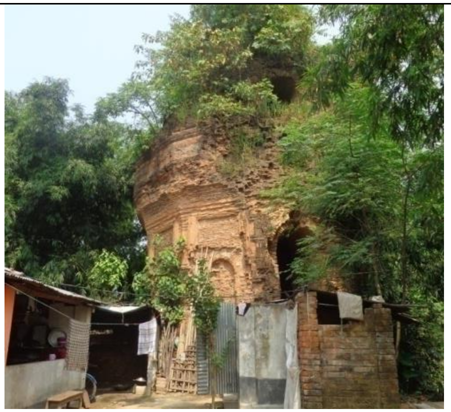	**দিনাজপুর সদর** গোপালগঞ্জ	২৫°৪০'১৫.৭" উ. ৮৮°৩৯'১৭.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৫৫)	শিলালিপি অনুযায়ী ১৭৪৬ খ্রিঃ মহারাজা প্রনাথের (কান্তাজির মন্দিরের নির্মাতা) পোষ্য পুত্র মহারাজা রামনাথ এটি নির্মাণ করেন। তিন তলা বিশিষ্ট মন্দিরটি পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রবেশ পথ রয়েছে। এ মন্দিরটিতে দক্ষিণ মুখী প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকলেই উপরে উঠার জন্য সিঁড়িপথ রয়েছে। মন্দিরের অভ্যন্তর দেয়ালের চারপাশেই কুলঙ্গি রয়েছে। এ মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৬০ ফুট।
৩.	**দিনাজপুর জমিদার বাড়ি**		দিনাজপুর সদর	২৫°৩৮'৪৬.৩" উ. ৮৮°৩৯'২২.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৬৫০)	দিনাজপুর জমিদার বাড়িটি স্থানীয় ভাবে 'রাজবাড়ী' হিসেবে পরিচিত। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও গভীর পরিখা বেষ্টিত প্রায় ২০ (বিশ) একর জায়গার উপর জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। এ বাড়িতে রয়েছে বেশ কয়েকটি দুই তলা ইমারত, যাতে অসংখ্য কক্ষ, দরজা, দেউড়ী ও অলিগলি। যার মধ্যে রয়েছে রানী ভবন, কাচারি বাড়ি এবং মন্দির ইত্যাদি।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**প্রাচীন মসজিদ** (নয়াবাদ প্রাচীন মসজিদ)		**কাহারোল** নয়াবাদ	২৫°৪৬'৫৪.৬" উ. ৮৮°৩৯'৩১.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১০ নভেম্বর ১৯৭৭	আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশদ্বারের উপর স্থাপিত প্রস্তর উৎকীর্ণলিপি হতে জানা যায় যে, ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে /১২০০ হিজরিতে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের সময়ে শেখ মুজিব উল্লাহ এটা নির্মাণ করেন। মসজিদের দেয়ালের বহির্গাত্রে শৃগাল ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতিকৃতি রয়েছে। এটা একটি বিরল বৈশিষ্ট্য। সাধারণত মুসলমান শাসকদের আমলে নির্মিত মসজিদে কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি পরিলক্ষিত হয় না। মসজিদটিকে নয়াবাদ প্রাচীন মসজিদ হিসাবে স্থানীয় লোকজন জানে।
৫.	**কান্তনগর মন্দির** (কান্তজিউ মন্দির)	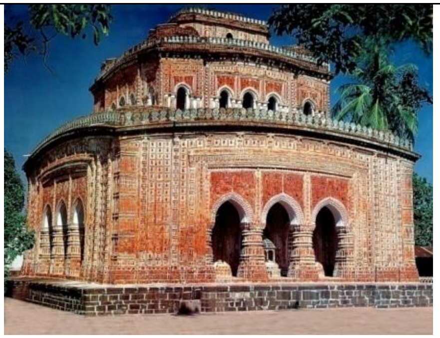	**কাহারোল**	২৫°৪৭'২৫.৫" উ. ৮৮°৪০'০০.২" পূ.	পাকিস্তান গেজেট ১৪ নভেম্বর ১৯৬০	বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত তিন তলাবিশিষ্ট এ মন্দিরটি একটি উচু প্লাটফর্মের উপরে অবস্থিত। একটি কেন্দ্রীয় কক্ষের চতুর্দিকে আছে টানা বারান্দা। মন্দিরটি অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকে সুশোভিত। এসব ফলকে রামায়ণ, মহাভারত ও সমসাময়িক সমাজের চিত্র বিধৃত হয়েছে। এ উপমহাদেশের এটা একটি অপূর্ব প্রাচীনকীর্তি। ১৭২২ হতে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথ ও তাঁর পুত্র রামানাথ কর্তৃক এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরের নয়টি রত্ন (চূড়া) ধ্বসে পড়ে। বর্তমানে মন্দিরটিতে হাজার হাজার দর্শনার্থী ও তীর্থযাত্রীগণের পদচারণায় মূখরিত হয়ে থাকে।
৬.	**প্রাচীন মন্দির** (কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন অর্চনা মন্দির)		**কাহারোল**	২৫°৪৭'২৮.৯" উ. ৮৮°৪০'০১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৩ আগস্ট ২০০৬ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং- ৪৩৭)	কান্তজিউ মন্দিরের উত্তর প্রাচীর থেকে মাত্র ৪৫ মিটার দূওে মন্দিরটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে মন্দিরটিকে অর্চনা মন্দির হিসাবে অবহিত করা হয়। দক্ষিণমুখী এ মন্দিরটির বাহিরের ব্যাস ৭.০৪ মি. ও ভিতরের ব্যাস ৩.০২ মি.। দেয়ালের প্রশস্ততা ২.০১ মি.। মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশপথ রয়েছে। প্রবেশপথের ডান দিকে ৭০ সে.মি. সর্পিল আকৃতির উপরে ওঠার একটি সিঁড়ি পথ রয়েছে। মন্দিরটির স্থাপত্যশৈলী দেখে ধারণা করা যায়, এটি ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	সুরা মসজিদ		ঘোড়াঘাট	২৫°১৫'০৭.৩" উ. ৮৯°১২'৪৪.২" পূ.	ত্রিপুরা গেজেট ১৬ জুলাই ১৯০৫	এ মসজিদ নির্মাণে ইট ও প্রস্তরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদের মূল প্রার্থনা কক্ষটি বর্গাকার ও উপরে একটি গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। বারান্দার ছাদ ৩টি গম্বুজ রয়েছে। প্রার্থনা কক্ষের চারকোণে ৪টি এবং বারান্দার বাহিরের দুই কোণে ২টি কওে মোট ৬টি অষ্টকোণাকৃতির প্রস্তর নির্মিত বুরুজ রয়েছে। গঠনপ্রণালী এবং স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে বিচারে এ মসজিদটি সুলতান হোসেন শাহী আমলে নির্মিত বলে অনুমিত।
৮.	ঘোড়াঘাট দুর্গ		ঘোড়াঘাট মাজারপাড়া	২৫°১৩'২৯.৪" উ. ৮৯°১৭'৩১.৭" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগ ৩১ অক্টোবর ১৯৭৭	ঘোড়াঘাট উপজেলার এ মাটির দুর্গটি মোঘল সুবাদার ইসলাম খান-এর সেনানিবাস ছিল। আসামের হিন্দুরাজা ও কুচবিহারের রাজাকে মোকাবেলা করার জন্য কৌশল গত কারণে এটি নির্মাণ করা হয় যা আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে আনুমানিক এক মাইল এবং পূর্ব-পশ্চিমে এক মাইলের চেয়ে কিছু কম প্রশস্থ। দুর্গের চারপাশে ১৫.২৪ মিটার প্রশস্ত মাটির প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। দুর্গের পূর্ব পাশে রয়েছে করতোয়া নদী।
৯.	বার পাইকের গড়		ঘোড়াঘাট সিংড়া	২৫°১৭'৪৪.৭" উ. ৮৯°১৪'১৪.১" পূ.	ধর্ম বিষয়ক, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৬৩/৭৭/৪২৬ ২৪ অক্টোবর ১৯৭৯	বার পাইকের গড় দুর্গটির চারপাশে ৩.০৫ মি. প্রশস্ত ও উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত। দুর্গের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য এ প্রাচীরের বাহিরে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা খনন করা হয়েছে। দুর্গের উত্তর বাহুর মধ্যস্থলে প্রবেশপথ রয়েছে। দুর্গের অভ্যন্তরে সর্বত্র মৃৎপাত্রের টুকরো ও ভগ্ন ইট পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া উত্তর বাহুর পূর্ব দিকের অংশে দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়।
১০.	সিতাকোট স্তুপ (বিহার)		নবাবগঞ্জ	২৫°২৪'৫১.০" উ. ৮৯°০৩'০৫.৭" পূ.	শ্রম, সমাজ কল্যাণ, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-২০/৭৫/৩২৫ ২১ জুলাই ১৯৭৫	১৯৬৮ সালে প্রথম এবং পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে এ প্রত্নস্থলে প্রায় বর্গাকারে (প্রতি বাহু ৩৫.০৫ মি.) একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ উন্মুক্ত হয়। বিহারের চার বাহুতে মোট ৪১টি ভিক্ষু কক্ষ আছে। এখানে যে সমস্ত প্রত্নবস্তু পাওয়া যায় তন্মধ্যে ব্রোঞ্জ নির্মিত বোধিসত্ব পদ্মপানি ও একটি বোধিসত্ব মঞ্জু শ্রী মূর্তি এবং কয়েকটি কালো চকচকে মৃৎপাত্রের টুকরো (এন.বি.পি) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নির্মাণশৈলী এবং প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু দেখে অনুমিত হয় যে, সীতাকোট বিহারটি ৭ম-৮ম শতাব্দীতে নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১.	**অরুনধাপ**		**নবাবগঞ্জ**	২৫°২২'৩৯.৫" উ. ৮৯°০৯'২৪.১" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৪৭/৭৭/৯৬০ ৩০ আগস্ট ১৯৭৭	নবাবগঞ্জ থানার অদূরে বিশেষত: করতোয়া নদীর তীরে অনেকগুলো প্রাচীন ঢিবি রয়েছে। এসব ঢিবিতে বৌদ্ধ বিহার মন্দির ও স্তুপের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এ সমস্ত ঢিবির মধ্যে অরুণধাপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ঢিবিতে সীমিত আকারে খনন পরিচালনা করার ফলে মাঝারি আকারের একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষসহ কিছু প্রত্নবস্তু আবিষ্কৃত হয়েছে।
১২.	**কাঞ্চির হাড়ি ঢিবি**		**নবাবগঞ্জ** চকজুনাইদ	২৫°২২'৪৫.০" উ. ৮৯°০৯'০৪.৪" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৪৭/৭৭/৯৬০ ৩০ আগস্ট ১৯৭৭	অরুন ধাপ হতে অদূরে পশ্চিম দিকে কাঞ্চিরহাড়ি নামক এ ঢিবি অবস্থিত। মাঝারি আকারের এ ঢিবিটি স্থানীয় ইট হরণকারীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বগুড়া জেলার গোকুল মেধ মন্দিরের ন্যায় একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখানে রয়েছে বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।
১৩.	**শিব মণ্ডপ**	-	**নবাবগঞ্জ**		কলকাতা গেজেট ০৩ আগস্ট ১৯৩৩	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান
১৪.	**চোর চক্রবর্তী ঢিবি**		**বিরামপুর**	২৫°২৫'২৮.৮" উ. ৮৮°৫৯'৫৭.৩" পূ.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কৃতি ও ক্রীড়া বিভাগের প্রজ্ঞাপন নম্বর: এলবি/১এ-৫৬/৭৭/১০৬৯ ০৩ অক্টোবর ১৯৭৭	সীতাকোট বৌদ্ধ বিহার হতে প্রায় ৫(পাঁচ) মাইল পশ্চিমে নবাবগঞ্জ চরকাই সড়কের উত্তর পার্শ্বে একটি আয়তাকার ঢিবি রয়েছে। চতুর্দিকে প্রশস্ত পরীখা বেষ্টিত ঢিবিতে গুরুত্বপূর্ন প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ রয়েছে বলে অনুমিতি। খননের ফলে প্রত্নস্থলে প্রাচীন ইমারতের কয়েকটি কক্ষ আবিষ্কৃত হয়। ঢিবিটিতে ১৯৭২-১৯৭৩ সালে পরীক্ষামূলক সীমিত আকারে উৎখনন ও পরিচালনা করা হয়।
১৫.	**বৈগ্রাম মন্দির (শিব মন্দির)**		**হাকিমপুর** বোয়ালদার	২৫°১৭'৪৯.৯" উ. ৮৯°০১'৩৪.১" পূ.	প্রত্নচর্চা-২, পৃষ্ঠা-১১৭	হিলি রেল স্টেশন থেকে আনুমানিক ১.৫ কিমি উত্তর-পূর্ব দিকে বৈগ্রাম নামক গ্রামে এ মন্দির অবস্থিত। এখানকার একটি প্রাচীন পুকুর সংস্কারকালে শান বাধাঁ ঘাটে সম্রাট প্রথম কুমার গুপ্তের রাজত্বকালের (৪৪৮ খ্রিঃ) প্রদত্ত একটি তাম্রপট্ট পাওয়া যায়। তাম্রপট্টটির মাধ্যমে শিব নন্দিন নামক এক ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ স্বামীর মন্দির নামক একটি শিব মন্দিরের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। দেশ বিভাগের অনেক পূর্বে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে উৎখননকার্য চালিয়ে একটি শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৬.	**আওকরা মসজিদ**		**খানসামা**	-	বাংলাদেশ গেজেট ১১ অক্টোবর ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৬২২)	আয়তাকৃতির আওকরা মসজিদটির পরিমাপ: দৈর্ঘ্য ৪২ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট। দেওয়ালের পুরুত্ব ৪০ ইঞ্চি। মিহরাবের ভিতরের গাত্রে আয়তাকার ফ্রেম রয়েছে। এ মসজিদটির একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিশাল ৩টি প্রবেশ পথ। প্রতিটি প্রবেশ পথের উপরে এবং দুই পাশে ১৪টি আয়তাকার ফ্রেমের উপর স্থাপিত গাছের প্রতিকৃতির নকশাকৃত পোড়ামাটির ফলক রয়েছে। মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও অলংকরণে মুঘল স্থাপত্য রীতির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।
১৭.	**জয়শঙ্কর রায় চৌধুরীর জমিদার বাড়ী**		**খানসামা**	-	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ আগস্ট ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৩)	জয়শঙ্কর রায় চৌধুরীর জমিদার বাড়িটি পূর্ব-পশ্চিমে (২৩.৩০ × ১০.৭০) মিটার লম্বা। এ ঘরের উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্বপাশে বারান্দা রয়েছে। ঘরটিতে মোট দু'টি কক্ষ রয়েছে। বারান্দাগুলোতে চারকোণাবিশিষ্ট পিলার। দক্ষিণ বারান্দাতে ৯টি পিলার এবং পূর্ব বারান্দাতে ৫টি পিলার রয়েছে।